নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প

বিষয় ও নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

মীর রেজাউল করিম
মোনাব মণ্ডল

দিয়া পাবলিকেশন

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

Nirbachito Chotogolpo : Bishay O Nirmaner Swatantra

Edited by *Prof. Mir Rezaul Karim & Monab Mondal*

Published by *Debarati Mallik*
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9836733383/9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com
Website : www.diyapublication.com
facebook : Diya Publication

ISBN : 978-93-87003-10-1

প্রথম প্রকাশ : ৬ জুন ২০১৮

মূল্য ৩৫০.০০

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সূচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর _____

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' : একটি পর্যালোচনা
সৌরভ বসাক ১

মৃণালের জীবনদর্শন ও মুক্তির স্বাদ : 'স্ত্রীর পত্র'
বিকি দাস ১২

'শাস্তি' : প্রকৃত দোষীর সন্ধানে
জয় দাস ১৮

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' : মেলবন্ধনে প্রকৃতি ও মানব
নিরু বর্মন ২৬

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
নবীন দাস ৩৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় _____ ৪৮-৬৭

প্রভাতকুমারে'র 'দেবী' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
শক্তিপদ হালদার ৪৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' নির্মল হাসির বর্ণালী
দীপঙ্কর সরকার ৫৮

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _____ ৬৮-৭৭

বিবেক বর্জিত সমাজ মানসিকতার বলি : 'মহেশ'
মৃণালকান্তি রায় ৬৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র _____ ৭৮-৮৪

নীড় বাঁধা-নীড় ভাঙার গল্প : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী'
দীপ চন্দ ৭৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় _____ ৮৫-৯৮

বিভূতিভূষণে'র 'পুঁইমাচা' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
সুজিত কুমার বিশ্বাস ৮৫

'মৌরীফুল' : একটি অন্তর্নিরীক্ষণের গল্প
শর্মিষ্ঠা পাল ৯৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় _____ ৯৯-১৫৬

নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্ব : 'জলসাঘর'
ঈশ্বরচন্দ্র বর্মন ১০০

সম্পর্কের টানাপোড়েন : তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল'
রেপা পাল ১০৮
তারাশঙ্করের 'তাসের ঘর' : প্রসঙ্গ দু-চার কথা
বহ্নিশিখা রায় প্রধান ১১৫
মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা : তারাশঙ্করের 'না'
রবীন্দ্র কুমার বর্মন ১২৫
তারাশঙ্করে'র 'কালাপাহাড়' : বিশ্লেষণের বিভিন্নতায়
কৃষ্ণমোহন ভৌমিক ১৩৬
'ডাইনি' : বাস্তব ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব
অরুণাভ মিত্র ১৪৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় _____ ১৫৭-২০৭
ব্যক্তি থেকে সমষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'
প্রীতিলতা রায় ১৫৮
আদিম সভ্যতার জীবিত স্বর : প্রসঙ্গ 'প্রাগৈতিহাসিক'
দিলীপ হাজরা ১৬৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
মৈত্রেয় বর্মন ১৭৭
অস্তিত্বের সংকট ও আদর্শের জয় : মানিকে'র 'শিল্পী'
পতন দাস ১৮৯
'দুঃশাসনীয়' : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বস্ত্র সংকটের দলিল
দীপঙ্কর দাস ২০০

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) _____ ২০৮-২১৩
পরশুরামের 'তৃতীয় দ্যূতসভা' : ভিন্ন রসের আস্বাদন
সুনন্দা ঘটক ২০৮

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) _____ ২১৪-২৩৩
'নিমগাছ' : তিক্ততার আড়ালে নারী মনের যন্ত্রণা
মানিকলাল সাহা ২১৪
শ্রেণি মর্যাদার লড়াই : বনফুলের 'ছোটলোক'
বাপ্পী বর্মন ২২১
বনফুল ও তাঁর ছোটোগল্প : 'অজান্তে' একটি সমীক্ষা
অনন্ত রাভা ২২৬

নরেন্দ্রনাথ মিত্র _____ ২৩৪-২৫৭
নরেন্দ্র মিত্রের 'রস' : জীবনরসের উৎস সন্ধানে
তাপস মণ্ডল ২৩৪

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

'দুঃশাসনীয়' : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বস্ত্র সঙ্কটের

দীপঙ্কর দাস

'দুঃশাসনীয়' গল্পটি অসহনীয় উত্তাল পরিবেশে সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গল্পটি চেতাল্লিশের মন্বন্তর পরবর্তী ভয়াবহ বস্ত্রসংকটের দলিল। গল্পকার গল্পে মানুষের করুণ অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্ত্রসংকট, শোচনীয় মৃত্যু, খাদ্য সমস্যা এগুলি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পটিতে কোনো কাহিনি নেই, গল্পের বর্ণনায় দেখা যায় কতগুলি চরিত্রের ভাঙা গড়া, টানা-পোড়েনের কাহিনি। হাতিপুর গ্রামের বর্ণনা দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। একদিন হাতিপুর গ্রামে আসলে বাস্তব শান্তি পাওয়া যেত মাঠ-ঘাট, ডোবা-পুকুর, স্নিগ্ধ বাতাসের আঘ্রান অনুভূত হতো আজ সেই গ্রামে মৃত্যুর মিছিল চলছে।

> আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশে আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে শহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কোনো ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কারবশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু-নিবারণ, এ-জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

'দুঃশাসনীয়' গল্পটিতে দেখা যায় হাতিপুর গ্রামে মন্বন্তরের পরে চরম বস্ত্র সঙ্কটে বাড়ির মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে দিন অতিবাহিত করে। শরীরে কাপড়ের অভাবে তারা কায়াহীন ছায়ামূর্তি হয়ে যায়। গাছপালার আড়ালে থাকা ছেলের বাড়ি থেকে নিঃশব্দে ছায়ারা বেরিয়ে যায় অন্ধকারে। ছায়ারা ডোবা পুকুরে বাসন পরিষ্কার করে, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে নিয়ে উঠে আসে, তাদের কোমরে আটকানো থাকে একখানি ন্যাকড়া কিংবা গাছের পাতার সেলাই করা ঘাগরা। দিনের বেলায় কোন রমণী বার হয় না, সারাদিন ঘরের মধ্যে উলঙ্গিনী হয়ে থাকে বাবা-ভাই, পুত্র-শ্বশুর-স্বামী কারোর সামনে লজ্জাতে বার হতে পারে না। বাইরে বেরোনোর জন্য একখানি আবরণ সম্বল। তাই মা-মাসি-পিসি-মেয়ে-বৌ-খুড়ি সবাই পালা করে বার হয়। বস্ত্রের অভাবে সবাই ছায়ায় পরিণত হয়েছে। সেই ছায়ারা দিনের আলোতে বাইরে বার হতে পারে না। গল্পের বর্ণনায়—

> সারাটা দিন সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ